গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৪২৩

তারিখঃ ১৩/১/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৪.০০টা

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন। (দ্বিতীয়বার)

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্কবাণী নেই।

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশা ঃ মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং কোথাও কোথাও তা দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

শৈত্য প্রবাহ ঃ টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, সীতাকুন্ড ও রঙ্গামাটি অঞ্চলসহ রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং বিরাজমান শৈত্য প্রবাহ দেশের কোন কোন এলাকা থেকে প্রশমিত হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সেঃ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস) ছিল নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	২২.২	১৯.২	২৪.৫	২৩.২	১৯.২	১৭.২	২৩.০	২৪.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	৮.৮	৯.১	৯.৮	১১.২	৭.৩	৭.০	৭.০	৯.৬

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল খেপুপাড়া ২৪.৮° এবং সর্বনিম্ন যশোর ও তেতুলিয়া ৭.০° সেঃ

বিরাজমান শৈত্য প্রবাহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

- দেশে চলমান শৈত্য প্রবাহকালীন শীতার্তদের মাঝে কম্বল ও শুকনা খাবার বিতরণসহ সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য গাইবান্ধা, নাটোর, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, যশোর, রংপুর, নীলফামারী, মেহেরপুর, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, চুয়াডাংগা, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলায় কন্ট্রোল রুম স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সে নির্দেশের প্রেক্ষিতে জেলাগুলোতে ইতোমধ্যে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে।

- গাইবান্ধা, নাটোর, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, যশোর, রংপুর, নীলফামারী, মেহেরপুর, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, চুয়াডাংগা, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেরার জেলা প্রশাসক/জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। জেলাগুলোতে শীতের তীব্রতা সামান্য কমেছে বলে জানা যায়। দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্ত জনগণের মধ্যে কম্বল ও শুকনা খাবার বিতরণ কার্যক্রম চলছে।

- দেশে চলমান শৈত্য প্রবাহকালীন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল ও শুকনা খাবার বিতরণের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২ জন অতিরিক্ত সচিব, ৬ জন যুগ্ম-সচিব এবং উপ-সচিব ও পরিচালকসহ মোট ২০ জন কর্মকর্তাকে শীত প্রবন ২০ জেলায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থান করে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল ও শুকনা খাবার বিতরণসহ ত্রাণ কার্যক্রম নিশ্চিতের নিমিত্তে তদারকি ও সমন্বয় করছেন।

- সকল জেলার ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়কারী হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান এবং জনাব সত্যব্রত সাহা দায়িত্ব পালন করছেন।

শীতের কারণে মৃত ও আহতঃ

- রংপুরঃ জেলা প্রশাসক, রংপুর জানান যে, গত ১১/১/২০১৮খ্রিঃ তারিখ রাতে তীব্র শীতে আগুণ পোহাতে গিয়ে অসাবধানতার কারণে ৮০ বছরের একজন বৃদ্ধ এবং ১২/১/২০১৮খ্রিঃ তারিখে আগুন পোহাতে গিয়ে অসাবধানতার কারণে ৩০ বছরের একজন মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় গিয়েছে। মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পরিবারকে সরকারী ত্রাণ সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে।

- কুড়িগ্রামঃ জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম জানান যে, গত ১১/১/২০১৮খ্রিঃ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলায় শীতের তীব্রতার কারণে আগুন পোহাতে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ২ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় রংপুর হাসপাতালে